সম্প্রসারণ বার্তা

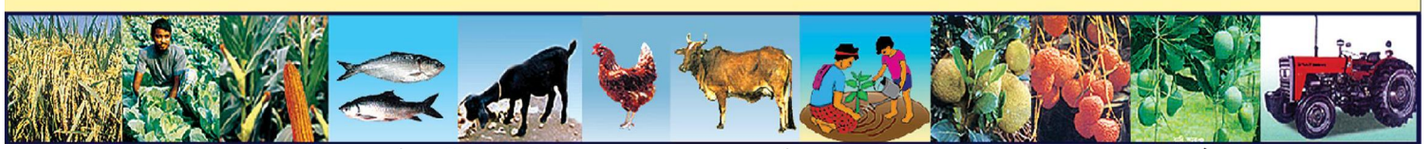

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি. নং ডিএ-৪৬২ ■ ৩৭তম বর্ষ ■ ১২শ সংখ্যা ■ চৈত্র - ১৪২১ ■ পৃষ্ঠা ৪

কৃষি ও কৃষকের আনন্দ বেদনার সারথী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি

– কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাকির হাসনাৎ, তথ্য অফিসার (পিপি), কৃষি তথ্য সার্ভিস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মো. আবদুল হামিদ কৃষি ও কৃষকের আনন্দ বেদনার সারথী হওয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশে কৃষিবিদ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত 'আলোচনা সভা ও কেআইবি কৃষি পদক বিতরণ' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এ আহ্বান জানান। মহামান্য রাষ্ট্রপতি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপলব্ধি করেছিলেন কৃষির উৎকর্ষ ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। এরই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণির মর্যাদা প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধুর এ ঘোষণায় কৃষিবিদরা যেমন সম্মানিত হয়েছেন তেমনি দেশে কৃষিও ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়েছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি বলেন, সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন নীতিমালায় কৃষিকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। পরমাণু ও জৈব প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষিণাঞ্চল, হাওর-বাঁওড়সহ প্রতিকূল জলবায়ুর উপযোগী জাত উদ্ভাবন ও আবাদ এলাকা বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কৃষি গবেষণা ও কৃষি সম্প্রসারণকে আরও নিবিড়ভাবে কাজ করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

(৪র্থ পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

কৃষিবিদ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও কেআইবি কৃষি পদক বিতরণ অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি পদক বিতরণ করেন। ছবি- কবির আহমেদ

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই দিনব্যাপী পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত

– মো. বশিরুল ইসলাম, জনসংযোগ কর্মকর্তা (দায়িত্বপ্রাপ্ত), জনসংযোগ ও প্রকাশনা দফতর, শেকৃবি

৬ ফেব্রুয়ারী শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের লিচুতলায় ভিসি প্রফেসর মো. শাদাত উল্লা পিঠা উৎসব-২০১৫ এর উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভিসির পত্নী, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আবু নোমান ফারুক আহমেদ। প্রমূখ অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ওয়ার্কসের পরিচালক প্রফেসর ড. কামাল উদ্দিন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক মো. রমিজ উদ্দিন এবং সদস্য সচিব মো. কাওসার আলম নাদিম।

(৪র্থ পৃষ্ঠা ৪র্থ কলাম)

খুলনায় ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা-১৫ উদ্বোধন

– মো. আবদুর রহমান, এআইসিও, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খুলনা

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) কর্মসূচির আওতায় খুলনা জেলা প্রশাসন আয়োজিত জেলা ক্রীড়া সংস্থার জিমনেশিয়ামে ৫ ফেব্রুয়ারি তিন দিনব্যাপী ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা-১৫ অনুষ্ঠিত হয়। খুলনা বিভাগীয় কমিশনার মো. আবদুস সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে এ মেলা উদ্বোধন করেন। এ সময় তিনি বলেন, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ডিজিটাল বাংলাদেশের কোনো বিকল্প নেই। বর্তমান সরকার সে লক্ষ্য

(৪র্থ পৃষ্ঠা ৪র্থ কলাম)

দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে ডাল জাতীয় খাদ্যশস্য বিষয়ক ট্রাভেলিং কর্মশালার উদ্বোধন করলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের সম্মেলন কক্ষে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে ডাল জাতীয় খাদ্যশস্য বিষয়ক ট্রাভেলিং কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়। কৃষি সচিব মো. ইউনুসুর রহমানের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, ডাল শস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে আমাদের আরও বেশি নজর দিতে হবে। কেননা পুষ্টি নিরাপত্তায় ডালজাতীয় ফসল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কৃষক যেন আরও বেশি করে এসব ফসল উৎপাদন করতে পারে সেজন্য দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে

(৪র্থ পৃষ্ঠা ২য় কলাম)

কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি বিস্তারে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করতে হবে

- কৃষি সচিব

জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষি জমি হ্রাস পাওয়ায় টেকসই কৃষি উন্নয়নের দিকে নজর দিতে হবে। পরিবর্তিত জলবায়ু উপযোগী নতুন ও আধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে মাঠপর্যায়ে এসব প্রযুক্তি কৃষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অবহিত করতে হবে। এজন্য কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি বিস্তারে গণমাধ্যম কর্মীদের বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

১৪ মার্চ রাজধানীর খামারবাড়ি কৃষি তথ্য সার্ভিস আয়োজিত 'কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি বিস্তারে গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক কর্মশালায় এসব কথা বলেন কৃষি সচিব মো. ইউনুসুর রহমান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, স্বাধীনতার পূর্বের অবস্থার চেয়ে বর্তমানে

(৪র্থ পৃষ্ঠা ৩য় কলাম)

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল সম্মেলন কক্ষে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে ডাল জাতীয় খাদ্যশস্য বিষয়ক ট্রাভেলিং কর্মশালায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি

কৃষি তথ্য সার্ভিস সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত 'কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি বিস্তারে গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন কৃষি সচিব মো. ইউনুসুর রহমান। ছবি- সুমন দত্ত

বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষি সংবাদ

রাঙ্গামাটিতে সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

– আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস, রাঙ্গামাটি

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার রাঙ্গাপানি দক্ষিণ ব্লকের টেকনিক্যালপাড়ায় সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের সহায়তায় স্থানীয় কৃষক রিপুচাকমার জমিতে স্থাপিত লেবুজাতীয় ফল মাল্টার প্রদর্শনী প্লটের নিকটবর্তী মাঠে এক মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, রাঙ্গামাটির কর্মকর্তা উপপরিচালক কৃষিবিদ তরুণ ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওই মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ ছবি হরিদাস। মাঠ দিবসে উপস্থিত প্রদর্শনীর আওতাভুক্ত কৃষক রিপুচাকমা জানান, সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের কর্মকর্তাদের পরামর্শে তিনি তার জমিতে মাল্টার বাগান স্থাপন করেছেন এবং প্রকল্প হতে প্রয়োজনীয় সার, কীটনাশক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা পাচ্ছেন। তিনি আরও জানান, ভবিষ্যতে এ ধরনের সহযোগিতা যদি আরও বাড়ানো যায় তাহলে অত্র এলাকার অন্যান্য চাষিরাও মাল্টা ও অন্যান্য লেবুজাতীয় ফল চাষে উৎসাহী হয়ে উঠবেন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন কৃষক পর্যায়ে সাইট্রাস বা লেবুজাতীয় ফলের আধুনিক প্রযুক্তিগুলো সম্প্রসারণে সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তিনি মাঠ দিবসে উপস্থিত প্রকল্পের আওতাভুক্ত কৃষক-কৃষাণী ও স্থানীয় কৃষকদের ফলের চারা রোপণ থেকে শুরু করে ফল সংগ্রহ করার সময় পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে সঠিকভাবে ফলবাগানের যত্ন নেয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি পরিকল্পিত উপায়ে পাহাড়ে ফলবাগান সৃজনের পরামর্শ প্রদান করেন যাতে পরিবেশের ক্ষতি না করে ফল উৎপাদন করা সম্ভব হয়। তিনি লেবুজাতীয় ফলবাগান স্থাপনের ক্ষেত্রে উন্নত জাতের ফলের চারা রোপণ, সুষম সার প্রয়োগ, রোগ ও পোকামাকড় দমন, পরিমিত সেচসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিচর্যার পরামর্শ প্রদান করেন যাতে উৎপাদন বৃদ্ধি ও পাশাপাশি ফল বাজারজাতকরণও ফলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়।

উল্লেখ্য, চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে রাঙ্গামাটি জেলার সদর, নানিয়াচর, কাপ্তাই, বিলাইছড়ি ও বাঘাইছড়ি উপজেলায় সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের সহায়তায় লেবুজাতীয় ফলবাগান সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে আরও ৩০টি ব্লকপ্রদর্শনী ও ১৮০টি বসতবাড়ি প্রদর্শনীর আওতাভুক্ত কৃষকদের নিকট লেবুজাতীয় ফল যেমন- কমলা, মাল্টা, লেবু ও বাতাবি লেবুর চারা, কীটনাশক, স্প্রে মেশিন, রাসায়নিক সার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরণের কাজ চলমান রয়েছে।

কৃষক পর্যায়ে বীজ সংরক্ষণের পাত্র বিতরণ করছেন মুন্সিগঞ্জ জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. আব্দুল আজিজ

মুন্সীগঞ্জে বারি সরিষা-১৪ এর মাঠ দিবস

– সরকার মো. আবুল কালাম আজাদ,এসএএও,মুন্সিগঞ্জ

চাষি পর্যায়ে উন্নতমানের ভালো তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ কর্মসূচির আওতায় ১১ ফেব্রুয়ারি-২০১৫ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মুন্সীগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার শীলই ব্লকে বারি ১৪ জাতের সরিষার মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। মাঠ দিবসে সরিষার বীজ সংরক্ষণের কলাকৌশলের ওপর আলোচনা করা হয়। ওই ব্লকের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, কৃষকসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন মুন্সীগঞ্জ জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. আবদুল আজিজ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা কৃষিবিদ কাজী হাবিবুর রহমান, অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য), কৃষিবিদ মো. কামরুল ইসলাম। বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ জগদীশ চন্দ্র দেবনাথ। বারি-১৪ জাতের সরিষার ফলন ৮০ থেকে ৮৫ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করা যায়। ব্লকে বারি ১৪ জাতের সরিষার ফলন পাওয়া গেছে হেক্টরে ১.৬ টন। ফলন তোলার পর অনায়াসে চাষের জমিতে বোরো ধান (ব্রিধান ২৮) চাষ করা সম্ভব। মাঠ দিবসে সরিষা বীজ সংরক্ষণ নিয়ে বিশদ আলোচনার পর প্রতি কৃষককে ১০০ কেজি করে বীজ সংরক্ষণের জন্য বীজ সংরক্ষণের পাত্র বিতরণ করা হয়। মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলায় প্রদর্শনীর সংখ্যা ছিল ৫টি।

বরিশালে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা অনুষ্ঠিত

– নাহিদ বিন রফিক, টিপি, এআইএস, বরিশাল

জেলা প্রশাসন আয়োজিত তিন দিনব্যাপী ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ০৫ ফেব্রুয়ারি বরিশাল নগরীর অশ্বিনী কুমার হলে শেষ হয়েছে। এ উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় জেলা প্রশাসক মো. শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মেলা উদ্বোধন করেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বরিশাল ৫ আসনের সংসদ সদস্য জেবুন্নেছা আফরোজ এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন কুমিল্লা-৪ আসনের সংসদ সদস্য গাজী মো. ফখরুল। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বরিশাল সদর উপজেলা চেয়ারম্যান সাইদুর রহমান রিন্টু, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) মো. আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ। প্রতিমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় বলেন প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রতিশ্রুতির বাস্তাবায়ন সারা দেশে আজ বিরাজমান। এরই অংশ হিসেবে বরিশালে ৯ একর জমির ওপর হাইটেক পার্ক নির্মাণ হতে যাচ্ছে। মেলায় দর্শকের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। এতে কৃষি মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসক, সিভিল সার্জন অফিস, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, জীবন বীমা কর্পোরেশন, গ্রামীণফোনসহ জিও-এনজিও মোট ২০টি স্টল স্থান পায়। কৃষি তথ্য সার্ভিস, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট সমন্বিত 'ই-কৃষি' স্টলে এআইএসের পাশাপাশি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র সম্পর্কীয় তথ্য উপস্থাপন করা হয়। এছাড়া প্রতিদিন কৃষি বিষয়ক বুকলেট, লিফলেট, ফোল্ডার বিতরণ এবং সিনেমা প্রদর্শন করা হয়।

রংপুরে অভিযোজনের কলাকৌশল নিয়ে কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

–কৃষিবিদ মো. আবু সায়েম, আঞ্চলিক পরিচালক, আইএআইএস প্রকল্প, কৃতসা, রংপুর অঞ্চল, রংপুর

দশটি কৃষি অঞ্চলে কৃষি তথ্য সার্ভিসের কার্যক্রম নিবিড়করণ (আইএআইএস) প্রকল্প, রংপুর অঞ্চল, রংপুরের ব্যবস্থাপনায় রংপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলার ৫০ কৃষক নিয়ে রংপুর হর্টিকালচার সেন্টার হল রুমে ২২-২৪ ফেব্রুয়ারি কৃষিতে পরিবর্তিত জলবায়ুতে অভিযোজনের কলাকৌশলের ওপর তিন দিনব্যাপী কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর অঞ্চল কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ প্রতীপ কুমার মণ্ডল এবং সভাপতিত্ব করেন আইএআইএস প্রকল্পের আঞ্চলিক পরিচালক কৃষিবিদ মো. আবু সায়েম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. জুলফিকার হায়দর ও রংপুর হর্টিকালচার সেন্টারের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. তৌহিদুল ইকবাল। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি তথ্য সার্ভিস রংপুরের আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো. সোহাগ মাহফুজ। তিনি তার বক্তব্যে কৃষিতে জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে কৃষকদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও আইসিটি মিডিয়ার ভূমিকা এবং কৃষক পর্যায়ে সেবা পাওয়ার উপায় তুলে ধরেন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, পরিবর্তিত জলবায়ুতে কৃষি কাজ থেমে থাকবে না। খাপখাইয়ে নেয়ার জন্য নিত্যনতুন কলাকৌশল রপ্ত করতে হবে। সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন, রংপুর অঞ্চলের রংপুর, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম ও নীলফামারী জেলা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষি ক্ষেত্রে প্রতি নিয়ত বন্যা, খরা, তীব্র শীতে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তিনি উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীদের এ প্রশিক্ষণ থেকে অভিযোজনের কলাকৌশল রপ্ত করার আহ্বান জানান।

জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের কৃষিতে কী কী বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে, তীব্র শীতে ফসল রক্ষার উপায়, বন্যাপ্রবণ অঞ্চলের কৃষি, খরাপ্রবণ অঞ্চলের কৃষি, চরাঞ্চলের অভিযোজিত কৃষি, অভিযোজিত কৃষিতে বীজ, সার, সেচ, রোগ-পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা এবং উৎপাদন খরচ কমাতে লাগসই কৃষি প্রযুক্তিসহ নানা বিষয় নিয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেন।

প্রশিক্ষণ শেষে রংপুর হর্টিকালচার সেন্টারের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. তৌহিদুল ইকবাল, কোর্স সমন্বয়কারী কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক পরিচালক মো. আবু সায়েম ও কৃষি তথ্য সার্ভিস রংপুরের আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো. সোহাগ মাহফুজ উপস্থিতিতে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন।

ময়মনসিংহে সিসা-বাংলাদেশ আয়োজিত মাঠ দিবসে কৃষক ও স্টেকহোল্ডারদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

– স্বপন কুমার সাহা, এআইসিও, আইএআইএস প্রকল্প, ময়মনসিংহ

৪ মার্চ ময়মনসিংহ সদর উপজেলার বাহাদুরপুর গ্রামে ইউএসএআইডির আর্থিক সহায়তায় সিসা-বাংলাদেশ প্রকল্পের আয়োজনে কৃষকদের নিয়ে এক মাঠ দিবস ও স্টেকহোল্ডারদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ময়মনসিংহ অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক সুভাষ চন্দ্র দেবনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন) ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে সিসা-বাংলাদেশের ময়মনসিংহ হাবের কোঅর্ডিনেটর ড. দীনবন্ধু পণ্ডিত জানান, ধান, গম, ভুট্টা, কৃষি যন্ত্রপাতি ও উন্নত মাছ চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষকের আর্থসামাজিক উন্নয়নের নিমিত্তে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় তিনটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ইরি, সিমিট ও ওয়ার্ল্ড ফিশ সিসা-বাংলাদেশ প্রকল্পের

(২য় পৃষ্ঠার পর)

মাধ্যমে বাহাদুরপুর গ্রামে ২০১২ সন থেকে কাজ করে যাচ্ছে। রোপা আমন পতিত-বোরো শস্য বিন্যাসের দুই ফসলের পরিবর্তে রোপা আমন-সরিষা-বোরো এই তিন ফসলের শস্য বিন্যাসের প্রবর্তন, চরাঞ্চলের পতিত জমিতে আধুনিক গম ও শংকর জাতের ভুট্টা উৎপাদন, কৃষকদের উৎপাদন খরচ কমিয়ে আয় বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার, মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কার্প পলিকালচার এবং একুয়াকালচার প্রযুক্তি জনপ্রিয় করার জন্য সিসা-বাংলাদেশ কাজ করে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো ময়মনসিংহ অঞ্চলের জন্য লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য কৃষকদের অংশগ্রহণে গবেষণা কার্যক্রমও পরিচালনা করছে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএফআরআইয়ের পরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ বলেন, মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশের উন্নয়ন যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক। মাছের উৎপাদন প্রতি শতাংশে আর যদি মাত্র এক কেজি হারে বৃদ্ধি করা যায় তা হলেই বাংলাদেশের মানুষের মাছের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তি বিস্তারে এলাকার কৃষকদের, সিসা প্রকল্পের বিজ্ঞানী ও এনজিও কর্মীদের আরও সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানান। সিসা প্রকল্পের চিফ অব পার্টি টিমুথি রাসেল তার বক্তব্যে উপস্থিত কৃষকদের প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। সভাপতির বক্তব্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ময়মনসিংহ অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক সুভাষ চন্দ্র দেবনাথ প্রযুক্তি সমূহ গুলোর ব্যবহার চলমান রাখা, অন্যদের মাঝে প্রযুক্তির বিস্তার ঘটানো ও নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের বিভিন্ন কৃষি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার পরামর্শ প্রদান করেন এবং লাগসই প্রযুক্তি অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

মাঠ দিবসে সিসা প্রকল্পের স্টেকহোল্ডারদের মধ্য থেকে ডিএই, ডিওএফ, বারি, বিএফআরআই, বিনা, বিএডিসি, এআইএস, ব্র্যাক, এপেক্স, বীজ ডিলার, মিলার, নার্সারি মালিক, বীজ কোম্পানির প্রতিনিধিরাও তাদের বক্তৃতায় কৃষকদের সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। মতবিনিময় সভা শুরুর পূর্বে সিসা-বাংলাদেশের পক্ষে ড. দীনবন্ধু পণ্ডিত, ড. আক্কাস আলী এবং ড. মাহবুবুর রহমান খান তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রের কার্যক্রম সরেজমিনে বর্ণনা করেন।

গোবিন্দগঞ্জে বিটি বেগুনের মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

– কৃষিবিদ মো. আবু সায়েম, আঞ্চলিক পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, রংপুর অঞ্চল

বিষমুক্ত উপায়ে বেগুন চাষ করতে হলে বিটি বেগুন চাষের বিকল্প নেই। এতে প্রতি বছর বিদেশ থেকে আমদানিকৃত বালাইনাশক বাবদ কোটি কোটি টাকা যেমন সাশ্রয় হবে ঠিক তেমনি পরিবেশও নির্মল থাকবে। রংপুর সরেজমিন কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার চকসিংহডাঙ্গায় ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ আয়োজিত বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ প্রতিরোধী বিটি বেগুনের ওপর মাঠ দিবসে উপস্থিত কৃষি বিশেষজ্ঞরা এসব কথা বলেন।

সরেজমিন গবেষণা বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ ড. আ.স.ম. মাহবুবুর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) মহাপরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. রফিকুল ইসলাম মণ্ডল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ প্রতীপ কুমার মণ্ডল, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম এবং বারি ব্যবস্থাপনা পর্ষদের সদস্য খলিলুর রহমান মণ্ডল। শুরুতে স্বাগত বক্তব্যে বিটি বেগুন গবেষণা কার্যক্রমের ওপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন রংপুর সরেজমিন গবেষণা বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ ড. মো. মাজহারুল আনোয়ার। তিনি বলেন, বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণে প্রায় ৫৪-৭০ ভাগ বেগুন নষ্ট হয়। আর এ পোকা থেকে বেগুন রক্ষার জন্য কৃষকরা এক মৌসুমে প্রায় ৮০-১২০ বার কীটনাশক স্প্রে করেও সুফল পাচ্ছেন না বরং জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন মাটিতে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়া ব্যাসিলাস থুরিনজিএনসিসের (বিটি) জিন বেগুনের মধ্যে ঢুকিয়ে বেগুনকে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা প্রতিরোধক্ষম করা হয়েছে।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, কৃষিবান্ধব এ সরকার কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। পোকার আক্রমণ প্রতিরোধক্ষম বেগুন উৎপাদনের এ প্রযুক্তি সত্যিকার অর্থে কৃষিক্ষেত্রে এক মাইল ফলক রচিত হবে। এ প্রযুক্তির ফলে কীটনাশকমুক্ত সবজি পাওয়া যাবে এবং পরিবেশ নির্মল রাখবে।

সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন, জৈব প্রযুক্তি আজ সারা বিশ্বে স্বীকৃত প্রযুক্তি। আমাদের দেশে ২০১৩ সালে চারটি বিটি বেগুনের জাত অবমুক্তির মাধ্যমে এ প্রযুক্তি যাত্রা শুরু হয়। সরকারের পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদন সাপেক্ষে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সালে সারা দেশের ২০ জন কৃষকের মাঠে পরীক্ষামূলকভাবে বিটি বেগুন আবাদ করা হয়। এ বছরও পরীক্ষামূলকভাবে ১৭টি জেলার ১০৮ জন কৃষকের জমিতে বিটি বেগুনের চাষ করা হচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ইত্যাদিকে মোকাবিলার জন্য জৈব প্রযুক্তি ব্যবহারের বিকল্প নেই।

আলোচনা অনুষ্ঠানের আগে কৃষক মো. আবদুল কুদ্দুসের মাঠ পরিদর্শন করা হয়। সেখানে বিটি বেগুন দুটি জাত বারি বিটি বেগুন-১ (নয়নতারা) ও বারি বিটি বেগুন-৩ (উত্তরা) এবং নন-বিটি বেগুনের ক্ষেত পর্যবেক্ষণ করা হয়। বিটি বেগুনের জমিতে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার কোনো আক্রমণ নেই। কৃষক মো. আবদুল কুদ্দুস জানান, তিনি ২১ শতক জমিতে বিটি বেগুন আবাদ করেছেন। এতে তার উৎপাদন বাবদ প্রায় ১২ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। তিনি আশা করছেন, এ জমি থেকে প্রায় ৯৫ মণ বেগুন বিক্রি করতে পারবেন যার বাজার মূল্য প্রায় ৭৫ হাজার টাকার মতো। তার নিট মুনাফা ৬৩ হাজার টাকা হবে বলে আশা করছেন। তিনি আরও বলেন, আগে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা দমনের জন্য উৎপাদন খরচ শতকরা ৬০ ভাগ বেশি হতো এবং উৎপাদিত ফসলের বাজার মূল্যও অনেক কম পাওয়া যেত।

মাঠ দিবসে অন্যদের মাঝে রংপুর কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক পরিচালক কৃষিবিদ মো. আবু সায়েম, গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মোছা. ছাহেরা বানু, কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা, মিডিয়া কর্মী ও প্রায় দেড় শতাধিক কৃষক-কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন।

বীজের মান নিয়ন্ত্রণ এবং বীজ আইন ও বিধি শীর্ষক কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, গাজীপুরের অডিটরিয়ামে বীজমান উন্নয়নে মাঠ প্রত্যয়ন আধুনিকায়ন ও জোরদারকরণ কর্মসূচির আওতায় বীজের মান নিয়ন্ত্রণ এবং বীজ আইন ও বিধি শীর্ষক কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ কোর্স ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। মো. ওসমান খান, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. খায়রুল আবরার, অতিরিক্ত পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি ও মো. সামসুদ্দিন আহমেদ, আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, চট্টগ্রাম।

প্রধান অতিথি আনোয়ার ফারুক বলেন, বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, উন্নতমানের বীজ সরবরাহের ক্ষেত্রে কৃষি খাতের অবদান উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার ও কৃষি বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট সবার জন্য। মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ এবং বিভিন্ন প্রযুক্তির কারণে কৃষকরা ফলন বেশি পাচ্ছে এবং কৃষকদের অর্থনৈতিক পরিবর্তন হচ্ছে। চাহিদার তুলনায় বীজের সরবরাহ বেশি হওয়ার কারণে কৃষকদের মধ্যে কোনো হতাশা নেই। তবে আমাদের মান সম্পন্ন বীজ সময়মতো আরও বেশি সরবরাহের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ব্রি, বারি, বিএডিসি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত বীজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি মো. ওসমান খান বলেন, দেশের ক্রমবর্ধমান বীজ সেক্টর এবং সরকারি-বেসরকারি বীজ উৎপাদনকারী সংস্থা ও কৃষকভাইদের দোরগোড়ায় মানসম্পন্ন বীজ পৌঁছে দেয়ার জন্য জনবল সঙ্কটের মধ্যেও সেবা প্রদানে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি বদ্ধপরিকর।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মো. নুরুল আমিন পাটোয়ারী, কর্মসূচি পরিচালক, বীজমান উন্নয়নে মাঠ প্রত্যয়ন আধুনিকায়ন ও জোরদারকরণ কর্মসূচি, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি।

প্রধান অতিথি অনুষ্ঠান শেষে মাঠ পর্যায়ে কৃষকের বীজের মান পরীক্ষার জন্য ভ্রাম্যমাণ বীজ পরীক্ষাগার উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে সদর দপ্তরসহ বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির অঞ্চল ও জেলা পর্যায়ের ৭০ জন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।-বিজ্ঞপ্তি

বাগেরহাটে কৃষি ও প্রযুক্তি মেলা-২০১৫ উদ্বোধন

– এম এম আবদুর রাজ্জাক, আরএফবিও, কৃতসা, খুলনা

সরকারের সুষ্ঠু কৃষি নীতিমালার মাঠে সঠিক বাস্তবায়নের জন্য আমাদের কৃষির উৎপাদন বেড়েছে। খাদ্য ঘাটতির দেশ আজ খাদ্য রপ্তানির দেশে পরিণত হয়েছে। ৫ মার্চ পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (ডিএই অঙ্গ) কর্তৃক পণ্য ভূমি বাগেরহাটের মাজার মাঠ প্রাঙ্গণে আয়োজিত কৃষি ও প্রযুক্তি মেলা-২০১৫ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এ কথা বলেন।

পাঁচ দিনব্যাপী এ কৃষি ও প্রযুক্তি মেলায় তিন জেলার প্রকল্পভুক্ত ২১টি উপজেলার মাঠ পর্যায়ে যেসব প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা হচ্ছে তা প্রদর্শিত হয়। প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ জিএম রুহুল আমীন বলেন প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এ এলাকার পতিত জমিকে চাষের আওতায় আনাই এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। তিনি আরও বলেন, প্রকল্পভুক্ত গোপালগঞ্জ জেলা গত এক বছরে পূর্বের তুলনায় শতকরা ৬ ভাগ বেশি জমি চাষের আওতায় এসেছে। মাঠ পর্যায়ে কৃষি মেলা, মটিভেশনাল ট্যুর, কৃষক ট্রেনিং এসব পন্থা অবলম্বন করে কৃষির বিভিন্ন উদ্ভাবিত প্রযুক্তি কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া হচ্ছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের খুলনা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ শেখ হেমায়েত হোসেন বলেন, মেলা হচ্ছে কৃষক, কৃষিবিদ, গবেষক ও সম্প্রসারণকর্মীদের মিলনমেলা। এর মাধ্যমে অলাভজনক কৃষিকে লাভজনক কৃষিতে পরিণত করা যায়। জন প্রতিনিধি আক্তারুজ্জামান বাচ্চু বলেন, এ মেলার মাধ্যমে লবণাক্ত এলাকার উপযোগী প্রযুক্তিগুলো কাজে লাগিয়ে খাদ্য ঘাটতির জেলা খাদ্য উদ্বৃত্তে পরিণত হবে। তিনি উৎপাদন খরচের সাথে সমন্বয় করে বাজার ব্যবস্থা উন্নত করার জোর প্রস্তাব দেন।

মেলার সভাপতি জেলা প্রশাসক মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, দেশ স্বাধীনের সময় সাড়ে সাত কোটি মানুষের খাদ্য জোগানের জন্য বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করতে হতো সেখানে বর্তমানে ১৬ কোটির সেই দেশ থেকে ধান, আলু, মাছ, সবজি বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণ করতে হবে এবং উৎপাদিত পণ্যের সঠিক দাম নির্ধারণ করতে হবে।

কৃষি ও কৃষকের আনন্দ বেদনার সারথী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মহামান্য রাষ্ট্রপতি বলেন, কৃষকরা যেন পরিবর্তিত পরিবেশে খাপ খাইয়ে চলতে পারেন সেজন্য তাদের কৃষি তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞানে সমৃদ্ধ এবং তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ করে তুলতে হবে। তিনি বলেন, খাদ্য উৎপাদনে যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হয়েছে তা ধরে রাখতে হলে কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে হবে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি খাদ্য শস্যের বহুমাত্রিক ব্যবহার জনপ্রিয় করাসহ সাধারণ মানুষের পুষ্টি উন্নয়নে বিশেষ নজর প্রদানের জন্য গুরুত্ব আরোপ করেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি কেআইবি কৃষি পদক প্রচলনের জন্য কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, পদকপ্রাপ্তরা ভবিষ্যতে আরও বেশি অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখবেন।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি বলেন, বর্তমান সরকারের কৃষি উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপের কারণে দেশ শুধু খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনই করেনি বরং খাদ্যে উদ্বৃত্ত দেশ হিসেবে বিদেশে চাল রপ্তানি করছে। এ সফলতার জন্য তিনি কৃষক ও কৃষিবিদদের ধন্যবান জানান। পাটের জীবন রহস্য উন্মোচন, বিটি বেগুনের জাত উদ্ভাবন, বিশ্বে প্রথম জিংক সমৃদ্ধ ধানের জাত উদ্ভাবনের কৃতিত্ব বাংলাদেশকে বিশ্বমানে নিয়ে গেছে বলে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জনাব নারায়ণ চন্দ্র চন্দ এমপি বলেন, সরকারের কার্যকর নীতি ও কৌশলের সাথে কৃষক ও কৃষিবিদদের মেধা ও প্রচেষ্টার সমন্বয়ের ফলে শুধু দানাদার ফসলের উৎপাদনই বৃদ্ধি পায়নি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতেও বিপ্লব রচিত হয়েছে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি কৃষিবিদ ড. মো. আবদুর রাজ্জাক এমপি বলেন, বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণির মর্যাদা প্রদান করেছিলেন বলেই মেধাবী শিক্ষার্থীরা কৃষি শিক্ষায় আগ্রহী হয়ে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্য কৃষিবিদ আবদুল মান্নান এমপি বলেন, কৃষিবিদ দিবস উদযাপনের মধ্য দিয়ে আমরা জাতির জনকের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবকাশ পাই, পাশাপাশি কৃষি খাতের বহুমাত্রিক উন্নয়নে নানা উপায় ও কৌশল অবলম্বনে অনুপ্রাণিত হই।

সভাপতির বক্তব্যে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের সভাপতি কৃষিবিদ আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম এমপি বলেন, সরকারের উন্নয়নমূলক নীতির পাশাপাশি কৃষক ও কৃষিবিদদের নিরলস শ্রমের ফলেই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের মহাসচিব কৃষিবিদ মোহাম্মদ মোবারক আলী। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ক্যাটালিস্টের জেনারেল ম্যানেজার Mr. Markus Ehmann.

রিলে পদ্ধতিতে বিনা চাষে মসুর আবাদ করে পাবনা জেলার আটঘরিয়ার কুষ্টিয়াপাড়া গ্রামের চাষিরা ব্যাপক সাফল্য লাভে সক্ষম হয়েছেন। এ পদ্ধতিতে মসুর আবাদ করায় ফলন ১.৫ থেকে ২গুণ বেশি পাওয়া যায় এবং১ থেকে ১৫দিন আগে ফলন ঘরে তোলা য়ায়। চলতি ২০১৪-২০১৫ রবি মৌসুমে পাবনার আটঘরিয়া ও চাটমোহর উপজেলায় বারি মসুর-৭ আবাদ করে বিঘাপ্রতি ৬ থেকে ৭ মণ হারে ফলন পাওয়া গেছে

উল্লেখ্য, কৃষি তথা ফসল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদে উন্নয়নের ধারা সমৃদ্ধ ও বেগবান করার ক্ষেত্রে কৃষি শিক্ষা, গবেষণা, সম্প্রসারণ, উপকরণ সরবরাহ ও সেবা প্রদানে অবদান রেখে বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করেছেন এমন সব কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দেয়া ও সম্মানিত করার উদ্দেশ্যে এ বছরই প্রথমবারের মতো 'কেআইবি কৃষি পদক' প্রবর্তন করা হয়েছে।

কেআইবি কৃষি পদক ২০১৫ প্রাপ্তরা হলেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (সেরা প্রতিষ্ঠান), কৃষিবিদ ড. মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ (সেরা কৃষি ব্যক্তিত্ব), কৃষিবিদ মুহাম্মদ শাহাদাৎ হোসাইন সিদ্দিকী (বর্ষসেরা কৃষিবিদ), জনাব মো. আসাদুল হক বিশ্বাস (উদ্ভাবক/সফল কৃষক) ও কৃষিবিদ প্রফেসর ড. মো. শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া (কৃষি প্রকাশনা ও সম্প্রচার)।

দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে ডাল জাতীয় খাদ্যশস্য বিষয়ক ট্রাভেলিং

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গবেষণার কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্যও আহ্বান জানান মন্ত্রী। পোকামাকড় ও রোগবালাই প্রতিরোধী এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু ও স্বল্প সময়ে যেন চাষাবাদ করা যায় এমন প্রজাতি উদ্ভাবনের জন্য মাননীয় কৃষিমন্ত্রী গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোকে একযোগে কাজ করার ওপর জোর দেন। তিনি বাংলাদেশের দক্ষিণ, বরেন্দ্র ও চর অঞ্চলে ডাল জাতীয় ফসলের চাষাবাদ বৃদ্ধির কার্যক্রমের পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানান।

সভাপতির বক্তব্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ইউনুসুর রহমান বলেন, বাংলাদেশে চার শতাংশ জায়গায় ডাল জাতীয় ফসলের চাষাবাদ হয়। যা দিয়ে চাহিদার এক তৃতীয়াংশ পূরণ হয়। তাই প্রযুক্তির ছোঁয়ায় আমাদের উৎপাদন দেশব্যাপী বাড়াতে হবে।

কর্মশালা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন আঞ্চলিক কোঅর্ডিনেটর ইকার্ডা (আইসিএআরডিএ) ড. আশুতোষ সরকার। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিআরপি (ডাল শস্য) পরিচালক ড. নয়েল এলিস, এডিজি (তেলবীজ এবং ডাল জাতীয় ফসল) কার্ডা, ভারত এর ড. বি বি সিং, ডিডিজি গবেষণা, ইকাডা ড. মারটিন ভ্যান জিংক্যাল। স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. আবুল কালাম আজাদ।

আয়োজকরা জানান, দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর ডালজাতীয় ফসলের সব প্রযুক্তি আদান প্রদানের মাধ্যমে অত্র অঞ্চলের কৃষকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। কর্মশালায় ভারত, নেপাল, আফগানিস্তান, ভুটান, চায়না, কানাডা ও বাংলাদেশের বিজ্ঞানী, গবেষক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেন।

কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি বিস্তারে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করতে হবে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আমাদের খাদ্য উৎপাদন কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। বর্তমান সরকারের কৃষি উন্নয়নের ফলে দেশে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতার পাশাপাশি বিদেশেও রপ্তানি করা হচ্ছে। তবে এই রপ্তানি মূল বিষয় নয়, দেশের যেন কোনো ক্ষতি না হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রেখে আগামীতে দেশে জনসংখ্যার চাহিদার অনুপাতে পরিবেশের স্থায়িত্ব ধরে রেখে খাদ্য উৎপাদন করা হবে। এজন্য আধুনিক টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও কৃষককে প্রশিক্ষিত করার কথা বলেন তিনি।

কৃষি তথ্য বিস্তারে গণমাধ্যমের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে কৃষি সচিব বলেন, দেশের স্বার্থে কৃষির সব তথ্য কৃষকের কাছে তুলে ধরতে হবে সংবাদ কর্মীদের। মুক্ত আলোচনায় বক্তারা কৃষির সার্বিক অবস্থা তুলে ধরে বলেন, কৃষির উন্নয়নে অনেক পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে। কৃষকদের ভর্তুকি দেয়াসহ বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে বলা হচ্ছে কৃষিবান্ধব দেশ। কিন্তু কৃষকবান্ধব দেশ তৈরি হচ্ছে কি না তা চিন্তা করা দরকার। বক্তারা রপ্তানিকৃত খাদ্য উৎপাদনে পানি সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদান কী পরিমাণ ব্যয় হচ্ছে ও পরিবেশে কতটুকু প্রভাব পড়ছে এবং তার বিপরীতে কতটুকু আয় হচ্ছে সেটি হিসাব-নিকাশ করারও প্রয়োজন আছে বলে উল্লেখ করেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের মহাপরিচালক এজেডএম মমতাজুল করিমের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (সম্প্রসারণ) মো. মোশারফ হোসেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কৃষিবিদ মিজানুর রহমান। অনুষ্ঠানে কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি বিস্তারে গণমাধ্যমের ভূমিকা ও কৃষি উন্নয়নে ই-কৃষি সম্পর্কিত দুটি কী নোট পেপার উপস্থাপন করেন যথাক্রমে যথাক্রমে কৃষি তথ্য সার্ভিসের উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. জাহাঙ্গীর আলম এবং তথ্য অফিসার কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাকির হাসনাৎ। কর্মশালায় সাংবাদিক ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কৃষি গবেষকসহ প্রায় ৫০ জন ডেলিগেট অংশ নেন। বিজ্ঞপ্তি

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই দিনব্যাপী পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভিসি প্রফেসর মো. শাদাত উল্লাহ বলেন, আবহমান বাংলার পিঠাপুলির ঐতিহ্য শহুরে মানুষের কাছে অনেকটা লুপ্তপ্রায়। এটি কেবল উৎসব নয় বরং প্রকৃতির বন্দনার এক মহোৎসব। গ্রামীণ বাঙালির সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে শহরে পরিচয় করিয়ে দেয়ার এ প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য। উদ্বোধনের পর পরই পড়ে যায় পিঠা খাওয়ার ধুম। এবারের পিঠা উৎসবে ৬টি স্টলে প্রায় ১০০ ধরনের পিঠা সম্ভার ঘটান আয়োজকরা। দামও খুব চড়া ছিল না। প্রতিটি পিঠা ১০ থেকে ৩০ টাকায় বিক্রি হয়েছে বলে জানিয়েছেন ক্রেতারা। একদিকে পিঠা খাওয়ার ধুম অন্যদিকে বাঙালি সংস্কৃতির নানা পরিবেশনা। বিকালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দেশীয় সঙ্গীত, কৌতুক ও নাটক পরিবেশন করা হয়। আহ্বায়ক মো. রমিজ উদ্দিন বলেন, বাঙালির এ ঐতিহ্যকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমাদের এ আয়োজন।

খুলনায় ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা-১৫ উদ্বোধন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান ভবিষ্যৎ জীবনকে গতিময় করতে তিনি সর্বস্তরে ডিজিটাল পদ্ধতি প্রবর্তন এবং জনগণকে এ সেবা গ্রহণের আহ্বান জানান। জেলা প্রশাসক মো. মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার হিসেবে বক্তৃতা করেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) মোহাম্মাদ ফারুক হোসেন ও স্বাগত বক্তব্য দেন জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক মো. হাবিবুল হক খান।

প্রধান অতিথি হিসেবে বিভাগীয় কমিশনার আরও বলেন, বাংলাদেশে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার এখন সর্বজনীন রূপ লাভ করেছে। এর সঙ্গে উচ্চবিত্ত, রাজধানী থেকে তৃণমূল সেবা প্রত্যাশী প্রতিটি মানুষের দ্রুতগতিতে পরিচয় ঘটছে। বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়া উল্লেখ করে তিনি বলেন, এজন্য অফিস আদালতসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেবামূলক কার্যক্রমকে জনবান্ধব করার লক্ষ্যে প্রযুক্তির ব্যবহারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এর আগে প্রধান অতিথি মেলায় অংশগ্রহণকারী সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ৩০টি স্টল পরিদর্শন করেন এবং বেলুন উড়িয়ে ও ফিতা কেটে মেলার উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি ইনফো সরকার প্রকল্পের আওতায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিস কর্মকর্তাদের মাঝে ট্যাবলেট পিসি বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

সম্পাদক : কৃষিবিদ মিজানুর রহমান, সহকারী সম্পাদক: মো. মতিয়ার রহমান, কম্পিউটার গ্রাফিক্স: শিল্পী রত্নেশ্বর সূত্রধর ,লোগো ডিজাইন: শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ
কৃষি তথ্য সার্ভিসের বাইকালার অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার সরদার শামসুল ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত